দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 15 AUG 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল

ঢাকা ও যশোর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল গত বৃহস্পতিবার একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল গত শনিবার প্রকাশিত হয়েছে। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল খুব শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, তিনটি শিক্ষা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার অন্যান্য বছরের তুলনায় খুবই আশাব্যঞ্জক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। এ বছর ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৬৩ দশমিক ৫, কুমিল্লা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার ৬২ দশমিক ২৬ এবং যশোর বোর্ডের পাসের হার ৫৮ দশমিক ৭৯ শতাংশ। রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডে এসএসসি পরীক্ষায় পাসের হার অনুরূপ হবে বলে অনেকেই আশাবাদী।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করতে হয় যে, এ বছর অর্থাৎ গত এপ্রিল-মে মাসে অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষায় বিশেষ কড়াকড়ি ব্যবস্থা গ্রহণের এটি একটি শুভ ফল বলে অনেকে মনে করেন। অপরপক্ষে কেউ কেউ নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির দরুন পরীক্ষার্থীরা উচ্চহারে নম্বর পেয়েছে বলে মনে করেন। ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, দশটি বিষয়ের মধ্যে সাতটি বিষয়ে অনেকেই লেটার নম্বর পেয়েছে। ঢাকা বোর্ডের মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারী ৭টি বিষয়ে লেটার নম্বরসহ তার প্রাপ্ত মোট নম্বর ৯২২। যশোর ও কুমিল্লা বোর্ডের মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকারীর প্রাপ্ত মোট নম্বর যথাক্রমে ৯১৭ এবং ৮৯৯। উল্লেখ্য, ৩টি বোর্ডের প্রকাশিত এসএসসি পরীক্ষার ফলাফলে সম্মিলিত মেধা তালিকায় ঢাকা বোর্ডের প্রথম স্থান অধিকারী ৩টি বোর্ডের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। এবারের এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আশার সঞ্চার করবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। তবে পরীক্ষায় ভাল ফলাফল পেতে হলে নিয়মিত লেখাপড়া করতে হবে। পরীক্ষায় ভাল ফল পাওয়া শুধু পরীক্ষার্থীর জন্যই আনন্দদায়ক নয়— অভিভাবক তথা সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও সুনাম বেড়ে যায়।

প্রসঙ্গতঃ আরো একটি বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করা যায় যে, ছাত্র-ছাত্রীরা পরীক্ষা দেয়ার পর ফলাফল প্রকাশিত হবার পূর্ব পর্যন্ত দারুণ অস্থিরতার মধ্যে দিন কাটায়। বিশেষ করে আমাদের দেশে জাতীয়ভাবে এসএসসি পরীক্ষার উপর সব মহলই সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকে। ফলে, পরীক্ষার পর পরীক্ষার্থীসহ অভিভাবকগণ ছেলে-মেয়েদের পরীক্ষার ফল জানার জন্য অস্থির হয়ে উঠেন। বিশেষ করে পরীক্ষার ফলাফল ঘোষণার সময় যত নিকটবর্তী হতে থাকে তাদের উৎকণ্ঠাও তত বেড়ে যায়। এই সুবাদে পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশের নির্ধারিত তারিখ পূর্বাহ্নে ঘোষণা করা হলে পরীক্ষার্থীসহ অভিভাবকগণ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট বোর্ড অফিসে গিয়ে ফলাফল জানার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠে। মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে অস্বাভাবিক বলা যায় না। কিন্তু, সংশ্লিষ্ট বোর্ড কর্তৃপক্ষ যদি নিয়ম মাফিক ফলাফল প্রকাশ করেন তাহলে পরীক্ষার্থী বা অভিভাবকদের বোর্ড অফিস পর্যন্ত দৌড়াতে হয় না। এমনকি কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটারও সুযোগ থাকে না। অথচ, গত বৃহস্পতিবার ঢাকা বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার ফল জানতে গিয়ে বোর্ড অফিসের সামনে ছাত্র-অভিভাবকদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়েছে বলে জানা গেছে। এতে কমপক্ষে ৪০ জন ছাত্র-অভিভাবক আহত হয়েছে। এটা একান্তই দুঃখজনক। যে কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটেছে তা বোর্ড কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে করলে এড়িয়ে যেতে পারতেন বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করেন। সুতরাং ভবিষ্যতে যাতে অনুরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তজ্জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ পূর্বাহ্নে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন— এটাই আমরা আশা করি।